20.10.2010
World Statistics Day

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস

২০ অক্টোবর ২০১০

World Statistics Day

20 October 2010

'ব্যবহারিক পরিসংখ্যান এর বহুবিধ অর্জন'

'Many Achievements of Official Statistics'

পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় — বিশেষ ক্রোড়পত্র — Statistics Division, Ministry of Planning

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৫ কার্তিক ১৪১৭
২০ অক্টোবর ২০১০

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির নির্দেশক। মূলত পরিসংখ্যান ছাড়া অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আশা করি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে জনগণ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং বিভিন্ন জরিপে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসঃ প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

-মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

আজ ২০ অক্টোবর ২০১০ 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস'। এ বছর প্রথম বারের মত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব (৬৪/২৬৭) অনুযায়ী সারা বিশ্বে একযোগে দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ৭৫টি দেশ ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৪১তম জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশন সভায় প্রস্তাবটি অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। এবার দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'সেবা, পেশাদারিত্ব ও সততা'। এ মূল চেতনাকে ধারণ করে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার কাজ হলো অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের বহুবিধ অর্জনকে স্মরণ করে দিবসটি পালন করা ও জনসম্মুখে তা তুলে ধরা। পরিসংখ্যান পদ্ধতির উন্নয়নে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী অফিসিয়াল পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে একই ধারার অভিজ্ঞতায় ও উন্নয়নে পরিপুষ্ট করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রেখেছে। ফলে, বিশ্বব্যাপী সদস্য দেশগুলোর জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার মধ্যে অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ও প্রয়োগগত উৎকর্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা, মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত তথ্যের পারস্পরিক তুলনার বিষয়টি সহজ হয়ে উঠেছে। এতে দেশগুলোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো অফিসিয়াল পরিসংখ্যান জাতীয় পর্যায়ে মানুষের মৌলিক চাহিদার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য সরবরাহ করে জনগণ তথা সমাজ ও দেশ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ক্রমাগত যে অবদান রেখে চলেছে তাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং দেশের মানুষকে তা অবহিত করার পাশাপাশি পরিসংখ্যান সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা। একটি জাতির দ্রুত উন্নয়নে দক্ষ ও মানসম্মত পরিসংখ্যান অপরিহার্য। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনা-প্রণেতাদের উপযুক্ত, প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী ও মানসম্মত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হলে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পথ সহজ হবে। জন-সচেতনার মাধ্যমে অফিসিয়াল পরিসংখ্যান ব্যবহারের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পাবে, পরিসংখ্যান তত বেশি পরিমার্জিত রূপ লাভ করবে। তাই ব্যাপক জন-সচেতনতা গড়ে তোলা বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয়ভাবে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা যা বিগত ৩৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে সরকারের একক কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসাবে যাত্রা শুরু করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্থাটির অগ্রযাত্রা সাময়িক বাধাগ্রস্ত হলেও সময়োপযোগী তথ্যের চাহিদা পূরণে কখনোই ব্যর্থ হয়নি। তবে বিশ্বায়নের যুগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে একই হারে সংস্থাটির পক্ষে তাল মেলানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। বিষয়টি বর্তমান সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে একে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাঠামো ও জনবলকে পুনর্গঠিত করে একে প্রগতিশীল আইটি (IT) মুখী একটি স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতার জন্য রয়েছে ২৩টি আঞ্চলিক ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে আরো ৪৯৭টি পরিসংখ্যান অফিস। বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাঠ পর্যায়ের কাজকে আরো সুসংগঠিত, সম্প্রসারিত ও বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস ও ৬৪টি জেলায় জেলা পরিসংখ্যান অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সকল অফিসগুলোকে একটা কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসা এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় তথ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে যার কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এতদসংশিষ্ট জনবল বৃদ্ধি ও অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের তথ্য যোগান দেয়া ছাড়াও দেশের গবেষণার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সুধী-সমাজ, দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন এনজিও, সাধারণ তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন ও চাহিদা মাফিক জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মান সম্মত তথ্য হার্ড ও সফট কপিতেও সরবরাহ করে থাকে। সাধারণ ব্যবহারকারী ছাড়াও যে কেউ বিবিএস এর ওয়েবসাইট থেকে সীমিত আকারে এ সুবিধা পেতে পারেন। বর্তমানে ওয়েবসাইটটি আরো ব্যাপক, সম্প্রসারিত ও আধুনিকায়ণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সার্বিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনাকে নতুন মাত্রায় ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে একে আরো গণমুখী, সময়োপযোগী, তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা বাড়ানো, মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্মত করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে মান সম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব তহবিল হতেও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মূলতঃ সেবাধর্মী তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। বিবিএস প্রধানত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, ভোক্তার মূল্যসূচক, ফসলের মোট উৎপাদন ও ফলন, দারিদ্রতা নিরূপন, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় কাঠামোগত দুর্বলতা, পর্যাপ্ত জনবল ও ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত দাতার অভাবে সবদিক দৃষ্টি থাকা সত্বেও প্রতিষ্ঠানটি সময়োপযোগী তথ্য ও সেবা দিতে সমর্থ হয় না। যথোপযুক্ত পেশাদারিত্ব অর্জনে বিবিএস নিরলসভাবে এর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অনেক সময় মাঠ-পর্যায়ের কাজের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান না হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র নৈতিক মনোবলের কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরিবার-পরিজন ছেড়ে সারাদেশে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কর্মসূচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের দায়ভার অত্যন্ত কঠোর শ্রম, মেধা ও দায়িত্বশীলতার সাথে বহন করে চলেছে।

আজ ঐতিহাসিক এই বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা অপরিহার্য। আপনারা সকলে এ মর্মে অবগত যে, প্রতি ১০ বছর অন্তর বাংলাদেশে আদমশুমারি ও গৃহ গণনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৃটিশ শাসন আমলে ১৮৭২ সালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি ও ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১০ বছরের পর্যায়বৃত্তি অনুসরণ করে শুমারি অনুষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালে এদেশে আদমশুমারি করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ১ম আদমশুমারি করা হয়। এরপর ১৯৮১ সালে দ্বিতীয়বার আদমশুমারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুমারি তার ১০ বছরের স্বাভাবিক পর্যায়বৃত্তিতে ফিরে যায়। ২০০১ সালে এদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি ও গৃহগণনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ১৫-১৯ মার্চ, ২০১১ সালে পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহ গণনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য হলো-দেশের মোট জনসংখ্যা, খানার সংখ্যা ও পরিবারের জনমিতির বৈশিষ্ট্য, মানুষের শিক্ষা ও পেশাগত অবস্থান, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্ব, বাসস্থান ও গৃহের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারকে সাহায্য করা। এসব সংগৃহীত তথ্য দেশের উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন ও নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক। এবার আসন্ন আদমশুমারি ও গৃহ গণনায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্বমোট ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সাময়িকভাবে প্রায় ৪ লক্ষ নতুন লোক নিয়োগের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় ৩ কোটি খানা হতে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ কাজে দেশের সর্বস্তরের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের একান্ত সহযোগিতা অপরিহার্য। বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের মহান এ দিনে দেশের সকল মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে আদম শুমারির চ্যালেঞ্জিং এ কাজটি আবারও দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার প্রত্যাশা রাখি। মূলতঃ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ধারাবাহিক যাবতীয় কর্মকান্ডগুলো জাতীয় পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যেখানে এ প্রতিষ্ঠানের সকলের অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। আজকের এ দিনে সংশিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, সবাইকে সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়ে বলতে চাই, বিশ্ব পরিক্রমণে এই ঐতিহাসিক দিবস পালনের তাৎপর্যকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে এবং দেশের শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাই, পরিসংখ্যান পদ্ধতির উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সবাইকে শরিক হওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাই। কেননা, সঠিক, সময়োপযোগী, মানসম্মত, নিরপেক্ষ পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নের মূল শক্তি। আসুন, এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জাতিগত উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ কার্তিক ১৪১৭
২০ অক্টোবর ২০১০

বাণী

সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২০ অক্টোবর ২০১০ বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Many Achievements of Official Statistics' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকার তথ্যের অধিকার, উপাত্তের সহজলভ্যতা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তথ্যভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সহজলভ্য করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশের সকল পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবহারকারী সংস্থা এবং গবেষকগণের মধ্যে পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০ অক্টোবর বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য হ'ল- "Many Achievements of Official Statistics"। দেশের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এবার বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১০ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যান একান্ত অপরিহার্য। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ায় পরিসংখ্যানের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃস্থাপিত করেছে এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগামী ১৫ থেকে ১৯ মার্চ দেশে ৫ম আদমশুমারি ও গৃহ গণনা-২০১১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রাক্-শুমারি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণসহ সকল সেক্টরের সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমি পরিসংখ্যান বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম

সচিব
পরিসংখ্যান বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এবারই প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১০ পালিত হচ্ছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো "Many Achievements of Official Statistics" যার বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে "ব্যবহারিক পরিসংখ্যান এর বহুবিধ অর্জন"। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, শিক্ষা,স্বাস্থ্যসহ সকল সেক্টরে সঠিক পরিসংখ্যান এর উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার যে সকল পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়। নিয়মিত শুমারি এবং জরিপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবহারকারীগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। উন্নত দেশসমূহে সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা তথা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালীকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আগামী ১৫-১৯ মার্চ বাংলাদেশে পঞ্চম বারের মত আদমশুমারি ও গৃহ গণনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ গণনায় সকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১০-এ গৃহীত সকল কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করি।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস সফল ও সার্থক হোক।

রীতি ইব্রাহীম

unicef

Message

The General Assembly, recognizing the role of statistics in forming better societies, invites Members of the United Nations system to observe World Statistics Day under the theme of "Celebrating the many achievements of official statistics". I am glad to witness Bangladesh observing the World Statistics Day with other member countries of the United Nations.

The importance of this day is explicit in its theme. Statistics provide relevant information and insights on the existing situation of a country as well as trends over time and inequalities regarding progress being made on development objectives and targets. Such data enables policy makers and implementers to review and formulate present and future policies and actions. Official statistics are the most important means for government agencies, autonomous bodies, development partners, research and non-governmental organizations for preparing realistic evidence-based plans and thus utilize their scarce resources efficiently.

Given the importance of reliable and valid information on nation building, UNICEF, Bangladesh has been collaborating with the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in collecting and disseminating statistics related to the MDGs, particularly regarding the situation of children and women using a well tested methodology named Multiple Indicator Cluster Survey (MICS). We sincerely commend the dedication and contribution of BBS in conducting the MICS since 1993 as part of a global survey for monitoring progress towards the Millennium Development Goals (MDGs) related to women and children. Thanks to this survey Bangladesh was perceived as championing progress towards reduction of child mortality (MDG 4), and has therefore recently been internationally recognized and awarded an MDG prize.

Statistics are an important component in our efforts to achieve the MDGs and thereby the basic social and economic development objectives of Bangladesh. The added value of reliable social and economic data plays a significant role. Thanks to reliable statistics, policy makers in Bangladesh are now well equipped with information on each MDG and therefore, have the elements to make decisions of thematic nature. It is well known for example that further progress on child mortality reduction (MDG 4) will require substantive reduction of neo-natal mortality and that poverty reduction (MDG 1) cannot progress substantially without tackling child malnutrition. Likewise, available data on most MDGs with a geographic resolution to the upazila level have equipped policy makers with information to better target initiatives and financial allocations to those upazilas and/or districts that are under-performing. This valuable data-set will be updated in 2012 and 2015 by the BBS with UNICEF support, thus enabling to track the continuous progress of Bangladesh regarding the achievement of MDGs.

Recognizing the substantial role of statistics in formulating short and long term policies and development planning, I wish BBS progress and success and join you all in commemorating the World Statistics Day.

Carel de Rooy
Representative, UNICEF Bangladesh

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস, ২০১০ উপলক্ষে জাতিসংঘ এ বছর প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে "Many Achievements of Officials Statistics"। সারাদেশে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নই একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি,নারী উন্নয়ন, মানব সম্পদের বিভিন্ন তথ্য, পরিবেশ ইত্যাদি অতিগুরুত্বপূর্ন বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য সংশিষ্ট সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর আদম শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও কৃষি শুমারি পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে এবং এসকল শুমারি ও জরিপের তথ্য-উপাত্ত সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করে থাকে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে সারাদেশে ৫ম আদম শুমারি অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাক্-শুমারি কর্মকান্ড এগিয়ে চলছে। ৫ম আদম শুমারি সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সকল পর্যায়ে পরিসংখ্যানিক তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে সমাজের সকল শ্রেনী ও পেশার মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের ব্যবহার ধারনাকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা